বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

নেপ একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

যোগাযোগ: জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), একাডেমি রোড, ময়মনসিংহ।
ফোন: ০৯১-৬৬৩০৫, ফ্যাক্স: ০৯১-৬৭১৩২
www.nape.gov.bd; e-mail: dgnape@gmail.com

ভূমিকা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) একটি শীর্ষ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৮ সালে "মৌলিক শিক্ষা একাডেমি" নামে এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) হিসেবে এবং ২০০৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসডিজি ৪ এর লক্ষ্যমাত্রা সবার জন্য "মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা" নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নেপ প্রাথমিক শিক্ষার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও শিক্ষকগণের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রকারের পেশাগত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের উপায় নির্ণয় করতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তা ছাড়া দেশের ৬৪ জেলায় অবস্থিত ৬৭টি পিটিআই এ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ১৮ মাস ব্যাপী পেশাগত প্রশিক্ষণ ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণ কোর্স নেপ থেকে পরিচালনা করা হয়, পাশাপাশি সি-ইন-এড কোর্সও পরিচালনা করা হয়। উক্ত কোর্সসমূহের কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয় নেপ থেকে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করাও নেপ এর অন্যতম প্রধান কাজ। বিগত ২০১৯ সাল হতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য অভিন্ন পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম নেপ কতৃক করা হচ্ছে।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ক্যাম্পাস

ভিশন (Vision):

মানসম্মত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা।

মিশন (Mission):

প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ।

নেপ-এর সাংগঠনিক কাঠামো:

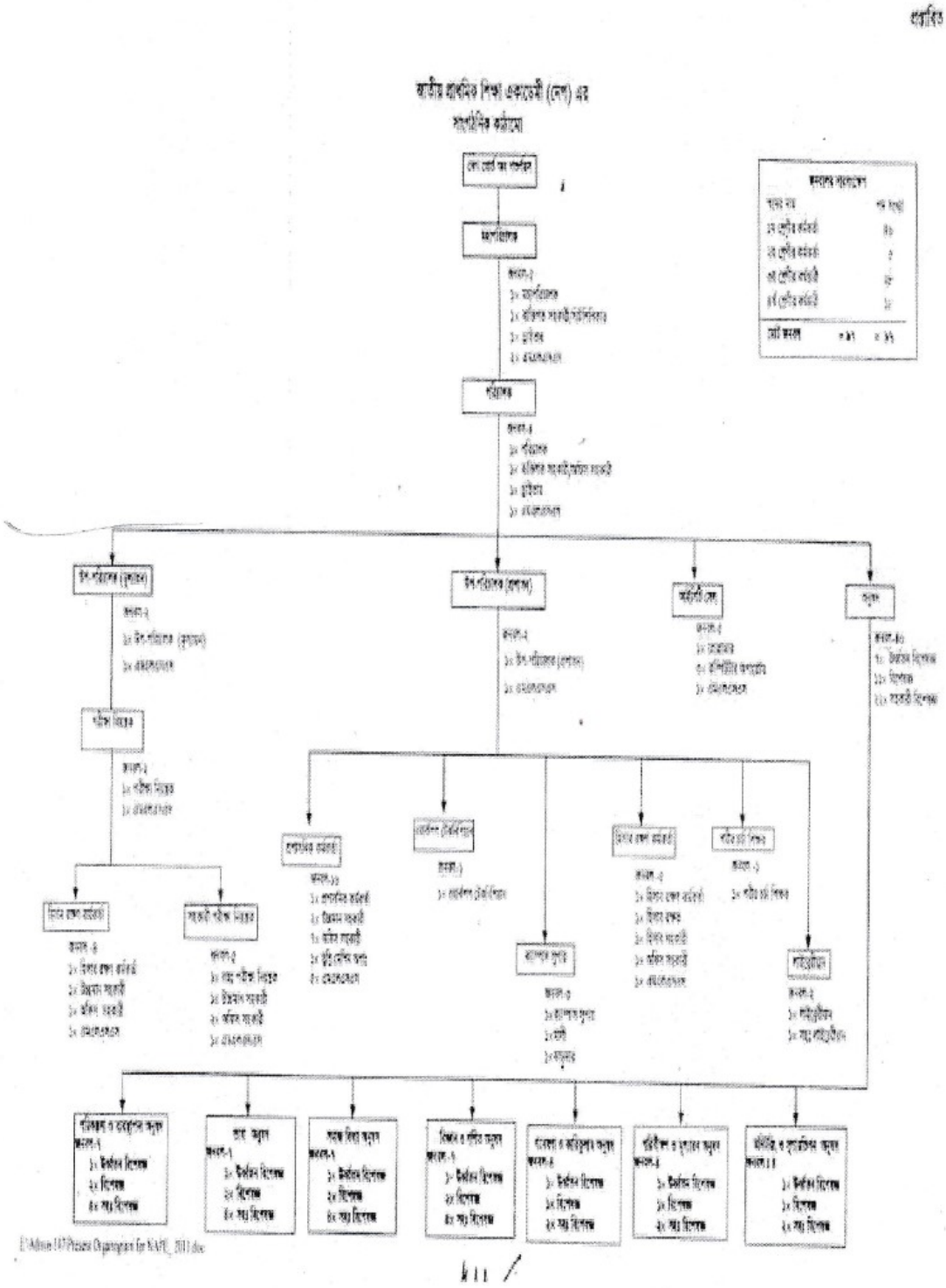

নেপ বোর্ড অব গভর্নরস:

নেপ পরিচালনার জন্য ১৪ সদস্যের বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। বোর্ড অব গভর্নরস নেপ-এর যাবতীয় কার্যক্রমের অনুমোদন প্রদানের সর্বোচ্চ ফোরাম। সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নেপ বোর্ড অব গভর্নরস- এর চেয়ারম্যান ও মহাপরিচালক, নেপ সদস্য সচিব।

নেপ বোর্ড অব গভর্নরস-এর সদস্যগণের তালিকা:

১.	সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২.	যুগ্ম সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৩.	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	রেক্টর, বিপিএটিসি মহোদয়ের প্রতিনিধি (এম.ডি.এস পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	সদস্য
৫.	যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোড	সদস্য
৮.	অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি	সদস্য
৯.	পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১০.	জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ	সদস্য
১১.	বেগম রাশেদা খানম, সাবেক উপাধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (মহিলা)	সদস্য
১২.	জনাব আজিজ আহমেদ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালক, ডিপিই	সদস্য
১৩.	অধ্যাপক কাজী আফরোজ জাহান আরা, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৪.	মহাপরিচালক (নেপ)	সদস্য সচিব

নেপ বোর্ড অব গভর্নরস-এর সভায় সভাপতিত্ব করছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের
সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন

নেপ-এর কর্ম পরিধি:

- মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপকগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সে বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ, গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণা কাজের সমন্বয় সাধন করা।
- প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন/পরিমার্জন ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়ন করা ।
- শ্রেণি কার্যক্রমের এবং প্রশিক্ষণ অধিবেশনের মান উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট আদর্শ উপকরণ এবং বিষয়ভিত্তিক উপকরণ উন্নয়ন করা ।
- প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা কাজ মনিটরিং এবং সুপারভিশন করা।
- ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) ও সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) কার্যক্রম পরিচালনা এবং মনিটরিং করা।
- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা।
- অভিন্ন পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- শিক্ষার মান উন্নয়নে আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ আয়োজন করা।
- গবেষণাপত্র ও প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে মৌলিক ও উদ্ভাবনীমূলক বিষয় সম্বলিত জার্নাল প্রকাশ করা।
- প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নবতর উপায় ও কৌশল গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং সেবার মান উন্নয়ন ও দ্রুততর করা।
- শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ করার কাজে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে থাকে এমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে নেপ-এর অনুষদ সদস্যগণের পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, সভা, ওয়ার্কশপ, সম্মেলন এর আয়োজন করা। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান, ধারণা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি প্রবন্ধ ও জার্নাল প্রকাশের মাধ্যমে তার প্রচার ও বিস্তার ঘটানো ।
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও উপজেলা রিসোর্স সেন্টার-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী-এর কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা।

অনুষদসমূহ:

নেপ-এর একাডেমিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত ৭টি অনুষদ দায়িত্ব পালন করছে:

১. পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অনুষদ
২. ভাষা অনুষদ
৩. সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ
৪. বিজ্ঞান ও গণিত অনুষদ
৫. গবেষণা ও কারিকুলাম উন্নয়ন অনুষদ
৬. মনিটরিং ও সুপারভিশন অনুষদ
৭. টেস্টিং এন্ড ইভালুয়েশন অনুষদ

ডিপিএড ও সি-ইন-এড কার্যক্রম:

পিটিআইসমূহের মাধ্যমে বর্তমানে ১৮ মাসব্যাপী ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্স ৬৭টি পিটিআই-তে এবং ১ বছরব্যাপী সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) প্রশিক্ষণ কোর্স ০২টি সরকারি ও ০১টি বেসরকারি পিটিআই-তে পরিচালিত হচ্ছে।

প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট (পিটিআই) কর্তৃক ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণ বিবরণী (২০১৬-২০২০):

ক্রমিক নং	শিক্ষাবর্ষ	ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ-গ্রহণকারীর সংখ্যা (অনিয়মিতসহ)	উত্তীর্ণ	পাশের হার	মন্তব্য
১.	জানুয়ারি, ২০১৬- জুন, ২০১৭	৮৯৪৮	৯১১৫	৮৭৬০	৯৬%	--
২.	জানুয়ারি, ২০১৭- জুন, ২০১৮	১১৩০৪	১১৫২৩	১১১৭৩	৯৭%	
৩.	জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০১৯	১২১৪৮	১২২২১	১১৮৩৫	৯৬.৮৪%	
৪.	জানুয়ারি ২০১৯-জুন ২০২০	১৪৫৭৫	১৪৭৩১	**ফলাফল প্রকাশের কাজ চলমান আছে**		
৫.	জানুয়ারি ২০২০-জুন ২০২১	১৯৯২৭	প্রশিক্ষণ কাজ চলমান আছে			

প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট (পিটিআই) কর্তৃক সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) প্রশিক্ষণ বিবরণী (২০১৫-২০২০):

ক্রমিক নং	শিক্ষাবর্ষ	ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা	চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (অনিয়মিতসহ)	মোট পাশকৃত প্রশিক্ষণার্থী	পাশের হার (%)	মন্তব্য
১	২০১৫-২০১৬	৫৮৫	৬৫৯	৫৮৮	৮৯.২৩	
২	২০১৬-২০১৭	৬৭৯	৭২৮	৭১৬	৯৮.৫২	
৩	জানুয়ারি - ডিসেম্বর, ২০১৮	৫৬৫	৫৬৬	৫৫৮	৯৮.৫৮	
৪	জানুয়ারি - ডিসেম্বর, ২০১৯	৩৫০	৩৫০	৩৩৯	৯৬.৮৫	
৫	জানুয়ারি - ডিসেম্বর, ২০২০	২৯৬	প্রশিক্ষণ কাজ চলমান আছে			

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, সিনিয়র সচিব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

ডিপিএড কার্যক্রম

০১ জানুয়ারি ২০২০ হতে ৬৭টি পিটিআই-এ ডিপিএড প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। ৪৫টি পিটিআই এ ডাবল শিফট এবং ২২টি পিটিআই এ এক শিফট ডিপিএড কোর্স চালু করা হয়েছে। ৬৭টি পিটিআইতে ১৯৯২৭ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

নেপ পরিচালিত কর্মকর্তাগণের ৬০ দিন ব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এমপি মহোদয়। উপস্থিত আছেন নেপ-এর সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ, পরিচালক, নেপসহ অন্যান্য অনুষদ সদস্যবৃন্দ ।

ডিপিএড প্রশিক্ষণ:

- ০১ জানুয়ারি ২০১৯ হতে ৬৭টি পিটিআই-এ ডিপিএড প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। ০৮টি পিটিআই এ ডাবল শিফট এবং ৫৯টি পিটিআই এ এক শিফট ডিপিএড কোর্স চালু করা হয়েছে। ৬৭টি পিটিআইতে ১৪৫৭৫ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

ডিপিএড কোর্স সামগ্রী মুদ্রণ:

- ১০টি বিষয়ভিত্তিক কোর্স সামগ্রী (রিসোর্স বুক) এর ২,৬৭৯৫০ কপি মুদ্রণ করা হয়েছে এবং ৬৭টি পিটিআইতে বিতরণ করা হয়েছে।

ডিপিএড বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণের বিবরণ:

- কক্সবাজার পিটিআই-এ ইন্সট্রাক্টরগণের জন্য ০৬ দিনব্যাপী ডিপিএড বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণের ১টি ব্যাচে মোট ১০ জন পিটিআই ইন্সট্রাক্টর অংশগ্রহণ করেন। উক্ত ১০জন ইন্সট্রাক্টরকে ইউনিসেফ সাময়িকভাবে নিয়োগ প্রদান করেছে। ইউনিসেফের আর্থিক সহযোগিতায় উক্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়।

গবেষণা কার্যক্রম:

রাজস্ব খাতের আওতায় চলতি অর্থবছরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি কর্তৃক নিম্নে বর্ণিত দুইটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

- Student's Weakness in Mathematics of Grade Three: Causes and Remedies,
- Setting Reading Fluency Benchmark in Bangla for the Students of Grade III and Grade V

নিম্নে গবেষণা দুইটির Findings and Recomendations নিম্নরূপ:

Sl. No	Title of the Research	Major Findings of the Research	Recommendations of the Research
1	Student's Weakness in Mathematics of Grade Three: Causes and Remedies	1. A small number of students do the addition with carry on their notebook individually, students themselves solve the problems by using their fingers and sticks, while most of the students' do the addition with carry in groups or in pairs as the students activities in the classroom. 2. Most of the students do addition individually as the activity of **assessing students' learning.** Some of the students to do addition and check in pair and some of them do addition on the board, while some of the students explain how to	1. Sufficient pictures, diagram, number line should be assimilated in the solution process of the mathematical problems in the textbook in order to make the word problems more interesting and easy understandable for the students. 2. Due to the lack of knowledge about place value of number students cannot solve mathematical problems. In this regards some initiatives should be taken for learning place value; such as activity based learning techniques with student centered teaching aids should be

		do addition with carry as the activity of assessing students' learning. 3. Most of students' interest in mathematics is very good and some of the students' interest is good. 4. More than half of the students like mathematics because of mathematics is easy, while some of them mentioned that they like mathematics because of teacher help them to understand, teacher's teaching techniques is good, teacher personally help them, math is important for business, can get good marks and mathematical problems is written in Bangla. 5. Maximum number of students mentioned that teacher write the numbers on the board and help the students to make understand the place value and some of them mentioned that teachers compare the place value, use symbols (>, <) to express the numbers, personally help the students to understand the numbers, where as some of them mentioned that forget to memorize the teacher's techniques of teaching the comparison of number. 6. Maximum number of students mentioned that teachers used to do subtraction with explanation on the board, while some of them mentioned that teachers used to do subtraction with analysis method, teachers did subtraction with addition method	ensured in classroom teaching. 3. Emphasis should be given in basic language skills for better understanding of mathematical problems. 4. In mathematics lesson, teachers have to follow student centered approach; using teaching aids, collaboration in solving problems, discussion and feedback. 5. Duration of mathematics class in double shift schools might be 50-60 minutes. 6. Ensure monitoring, mentoring and supervision for enhancing the quality mathematics teaching learning process. As an academic supervisor AUEOS should have Subject-based mathematics training in order to provide intensive support in mathematics

		and teachers used teaching aids to teach the subtraction. 7. Maximum number of students mentioned that teachers used to solve the problem on the board and ask the students to copy the solution on their notebook and teachers let the students to read the problem.	teaching learning. 7. Different joyful supplementary activities should be integrated in mathematics teaching learning.
2	Setting Reading Fluency Benchmark in Bangla for the Students of Grade III and Grade V	1. For grade III, the students who can read 46 Correct Word Per Minute (CWPM) of grade-level text with 80% comprehension could be leveled as a fluent reader for Bangla language. That is why **it is recommended that the reading fluency benchmark for grade III students in Bangla is 46 CWPM**. 2. For grade V, the students who can read 54 Correct Word Per Minute (CWPM) of grade-level text with 80% comprehension could be leveled as a fluent reader for Bangla language. That is why it is recommended that the reading fluency benchmark for grade V students in Bangla is 54 CWPM.	1. Reading fluency benchmark for Grade III and Grade V is needed getting approval by the MoPME. Approved benchmark needs to be disseminated in the field level to achieve the reading fluency. 2. A base-line study is needed to identify the present status of students' reading fluency of Grade III and Grade V using this benchmark. Necessary interventions should be taken based on the base-line study to achieve the targeted benchmark. • Year-wise situational analysis study should be conducted to measure the level of students' achievement in compare with the benchmark and choose the appropriate interventions for achieving the targeted CWPM. • Initiatives need to conduct a comprehensive study for setting benchmark for the Grade I and Grade II. • It needs to update the reading fluency benchmark periodically following the context of students' learning needs.

মনিটরিং ও সুপারভিশন অনুষদ কর্তৃক প্রদত্ত প্রাপ্ত তথ্যাবলী ও সুপারিশমালা:

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর মনিটরিং ও সুপারভিশন অনুষদ কর্তৃক নিম্নোক্ত ১১ (এগারো) টি পিটিআই সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। সারসংক্ষেপ নিম্নরুপ

ক্রমিক নং	পিটিআই এর নাম	পরিদর্শনের তারিখ	প্রাপ্ত তথ্য	সুপারশিমালা
1	রংপুর পিটিআই, মানিকগঞ্জ পিটিআই, কুমিল্লা পিটিআই , সাতক্ষীরা পিটিআই, মেহেরপুর পিটিআই, জামালপুর পিটিআই, পটিয়া পিটিআই, রাঙ্গামাটি পিটিআই, খুলনা পিটিআই, কিশোরগঞ্জ পিটিআই।	সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত	১.প্রতিটি পিটিআইতে ইন্সট্রাক্টর স্বল্পতা ২. সুপারিনটেনডেন্ট এর পদ শূন্য। ৩. দুর্বল নেটওয়ার্ক । ফলে আইসিটি ক্লাসের সমস্যা হচ্ছে। ৪. কয়েকটি পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের ফলাফল ভাল তবে কোন শিক্ষার্থী বৃত্তি পায়নি। ৫. ডিপিএড কার্যক্রম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে ডিপিএড কার্যক্রমের এ্যাকশন রিসার্চের কাজ প্রতি বিষয়ে না দিয়ে যে কোন একটি বিষয়ে দেওয়ার মতামত পাওয়া যায়। ৬. ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদে জনবল স্বল্পতা আছে। ৭. অনেক পিটিআই-এ ৪ টি শাখাকে ২টি শাখায় একত্রিত করে পাঠদান করা হচ্ছে। ৮. কিশোরগঞ্জ পিটিআইতে পুরুষ শিক্ষার্থীদের হোস্টেল নাই। পুরাতন মহিলা শিক্ষার্থীদের হোস্টেলে ৩৫ জন পুরুষ শিক্ষার্থী অবস্থান করেন। ৯. পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে সকল শিক্ষকের ডিপিএড বিষয়ক প্রশিক্ষণ নেই।	১. নিয়মিত ইন্সট্রাক্টর নিয়োগ করতে হবে। ২. সকল পিটিআইতে সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োগ দেয়া। ৩. আইসিটি নেটওয়ার্ক সবল করতে হবে। ফলে আইসিটি ক্লাসের সুবিধা হবে। ৪. পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের ফলাফল আরো ও ভাল করতে হবে । যাতে শিক্ষার্থীরা বৃত্তি পায়। ৫. ডিপিএড কার্যক্রমের এ্যাকশন রিসার্চের কাজ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা। ৬. ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদে জনবল নিয়োগ প্রদান করা প্রয়োজন। ৭. নেপের নির্দেশনা অনুযায়ী শাখায় বিভাজন করে পাঠদান করা । ৮. কিশোরগঞ্জ পিটিআইতে পুরুষ শিক্ষার্থীদের হোস্টেল নির্মাণ করা। ৯. পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে সকল শিক্ষকের ডিপিএড বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া।

			১০. নতুন ১২ টি পিটিআই -এ জনবল স্বল্পতা রয়েছে।বিষয় ভিত্তিক (বিজ্ঞান, কৃষি, চারু ও কারু ও শরীরচর্চা ইন্সট্রাক্টার) নেই। এদের পদ সৃষ্টি করতে হবে বলে জানান। ১১. ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পিরিয়ড নেয়া হয় না।	১০. নতুন ১২ টি পিটিআই -এ জনবল স্বল্পতা রয়েছে। তা নিয়োগ দেয়া।বিষয় ভিত্তিক (বিজ্ঞান , কৃষি, চারু ও কারু ও শরীরচর্চা ইন্সট্রাক্টার) নেই। এদের পদ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। ১১. ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে ক্লাস নেয়া।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performence Agreement) সম্পাদন ও বাস্তবায়ন:

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি যথাসময়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তি অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সকল কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সে অনুযায়ী কার্যক্রমসমূহ গৃহীত ও শুরু হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এম.পি. ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন ও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব) ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করেন।

নেপ এ পরিচালিত পেশাগত প্রশিক্ষণ তথ্য (এক নজরে) ২০১৯-২০২০:

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	রাজস্ব খাত			উন্নয়ন খাত			সর্বমোট
		প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			
		পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	২০১৯-২০২০	৮৪৯	২৩৯	১০৮৮	-	-	-	১০৮৮

নেপ কর্তৃক রাজস্বখাতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পরিচালিত প্রশিক্ষণ সমূহ:

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার নাম	সময়কাল	পুরুষ	মহিলা	মোট
1	Orientation Training course for PSC Recruited Head Teachers of Primary School.	15	56	24	80
2	Workshop on Tools prepairing of Research Titled Students Weaknes of Grade Three in Mathmatics	03	06	00	06
3	Training on official , financial and field level administration for ADPEOs	05	32	00	32
4	Training on Office and Training Management for Promoted URC Instructors	05	29	01	30
5	Training on e-monitoring and Supervision	02	32	08	40
6	Research activities related with PECE Exam-2019	05	67	05	72
7	Training on question prepair of PECE Exam-2019	05	51	21	72
8	PECE Exam-2019 Question moderation by moderator	05	65	07	72
9	PECE Exam-2019 Question Version	05	39	17	56
10	Training on PECE Questoin Version verifiers	04	13	01	14
11	Annual work plan and PTI management training for PTI Superintendents	03	51	12	63
12	Foundation training course for	60	29	11	40

	PTI / URC Instructors.				
13	PECE Exam-2019 Subject based Marking Scheme	02	27	46	73
14	Workshop on Raising awareness for the implementation of quality primary education.	01	184	36	220
15	Training on office and training management for Assistant Superintendents of PTIs	05	23	12	35
16	Training on Subject (English) based skills and classroom based Assessment PTI Instructors	05	33	07	40
17	Foundation Training course for UEOs	60	64	16	80
18	Training on Research Methodology for NAPE Faculties and field level Researchers	04	48	15	63
19	Training Course on Innovation for the Manpower of NAPE	05	20	06	26
20	Training on National Integrity Strategy (NIS) for the NAPE Faculties.	02	37	09	46

সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নেপ মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), পরিচালক ও অন্যান্য অনুষদ সদস্যবৃন্দ

২০১৯-২০ অর্থবছরে নেপ কর্তৃক যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন (Test Item Development) সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম:

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থী		মোট
			পুরুষ	মহিলা	
১	যোগ্যতাভিত্তিক আইটেম প্রণয়ন	৯ দিন	২১ জন	৬ জন	২৭ জন
২	যোগ্যতাভিত্তিক আইটেম রিভিউ	১০ দিন	২৪ জন	৭ জন	৩১ জন

২০১৯-২০ অর্থবছরে নেপ কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম:

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থী		মোট
			পুরুষ	মহিলা	
১)	প্রশ্নপত্র প্রণয়ন (দুই পর্ব)	১০ দিন	১১৪ জন	৩০ জন	১৪৪ জন
২)	প্রশ্নপত্র মডারেশন	৫ দিন	৬৫ জন	৭ জন	৭২ জন
৩)	প্রশ্নপত্র ইংরেজি ভার্সনে রূপান্তর	৫ দিন	৩৯ জন	১৭ জন	৫৬ জন
৪)	ভার্সনকৃত প্রশ্নপ্রত্রের ইংরেজি যাচাই	৪ দিন	১৫ জন	০১ জন	১৬ জন

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৯ এর একটি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন
নেপ এর সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব)

প্রকাশনা:

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের একমাত্র শীর্ষ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণ আয়োজন ও গবেষণা সম্পাদনের পাশাপাশি নিজস্ব কর্মকাণ্ডের প্রচারের জন্য 'নেপ বার্তা' নামক নিউজলেটার এবং গবেষণামূলক নিবন্ধসমৃদ্ধ বাৎসরিক জার্নাল 'Primary Education Journal' নিয়মিত প্রকাশ করে থাকে।

- **নেপ বার্তা :** প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য নেপ যেসব কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে সরকার ও জনগণকে তা অবহিত করার জন্য 'নেপ বার্তা' নামক ষাণ্মাসিক নিউজলেটার নিয়মিত প্রকাশ করে। এতে প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত সমসাময়িক প্রসঙ্গ গুরুত্বসহকারে প্রচার করা হয়। নেপের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সংবাদ, সম্পাদিত গবেষণাকর্মের সংক্ষিপ্তসার, বোর্ড অব গভর্নরস সভার সিদ্ধান্ত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপনের খবর, প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে গৃহীত উদ্যোগসমূহের সংবাদ এতে প্রকাশ করা হয়। মোটকথা, প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ক যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'নেপ বার্তা'র মাধ্যমে প্রচারিত হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দুটি নেপ বার্তা প্রকাশিত হয়েছে।

  বর্তমান জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ১৯৭৮ সালে 'মৌলিক শিক্ষা একাডেমী' হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর 'মৌলিক শিক্ষা একাডেমী পত্রিকা' নামে অক্টোবর, ১৯৮১ সালে একটি পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে এটি 'একাডেমি-বার্তা' নামে মাসিক মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর থেকে এটি 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' নামে অর্ধবার্ষিক প্রকাশনা হিসেবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। ২০০৪ সালে নেপ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' ২০০৮ সালের ডিসেম্বর সংখ্যা থেকে 'নেপ বার্তা' নামে প্রকাশিত হতে শুরু করে। এরপর থেকে 'নেপ বার্তা' নিরবচ্ছিন্নভাবে নেপের সকল কর্মকাণ্ডের সংবাদ প্রকাশ করে আসছে।

- **প্রাইমারি এডুকেশন জার্নাল :**

বাৎসরিক প্রকাশনা **" প্রাইমারি এডুকেশন জার্নাল"** এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। ২০২০ সালে প্রকাশিত **জার্নালে** প্রকাশিত প্রবন্ধ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

SL	Title	Authors	Abstract
1	**Present Situation of Inclusive Education: A Study on selected Primary Schools in Mymensingh City**	**Md. Shah Alam** *Director General, NAPE* **Md. Zahurul Haque** *Specialist, NAPE*	The aim of this study is to investigate the present situation of teachers' understanding about Inclusive Education, the situation of applying their knowledge and skills in teaching and finally the accessibility of the special needs students to the school premises on selected Primary Schools in Mymensingh City. A mixed model method in composition of qualitative and quantitative method was used to conduct this study. The data was collected from only five sample schools of Mymensingh city and purposive sampling was used for that. Semi-structured interview, Focus Group Discussion guideline and an observation checklist were used for collecting data. The

			present study shows that the teachers do not have clear idea about the concept of inclusive education and most of them are not found capable to deal properly with the special needs students in the classroom. The infrastructures of the schools (school building, classroom, toilets, playground etc.) are not fully accessible for the SNS. The main suggestions for ensuring inclusive education are providing training for the teachers, supplying necessary number of multi-sensory teaching-learning materials to all the schools, creating awareness among the guardians, infrastructural development of the school, arranging user friendly toilets for the special needs children, and creating special arrangements for assessing the performance of these SNS.
2	**A qualitative investigation on nature of practices and challenges to implement the new approaches of primary mathematics textbooks of Bangladesh**	**Shahidul Islam** *Trainer, Shuchona Foundation, Dhaka* **Tamanna Sultana** *Associate Professor, Institute of Education and Research (IER), University of Dhaka*	Recently, mathematics textbook in Bangladesh has been modified incorporating several new approaches. To improve and assess the reformation, it is critically important to know how teachers implement the new approaches in the classroom and what the challenges they faced during the classroom practices. The aim of this study is to explore nature of practices and challenges faced by the teachers to implement the new textbooks in the classroom. This study adopts qualitative design. Data is collected through semi-structured interview of six primary school teachers as well as observation of 18 classes (3 classes of each participants) conducted by them to find out the nature of practices and the challenges they faced to implement the reformed mathematics textbook in their classroom. Data are analyzed thematically. One of the findings of this study is that teachers are moderately implementing the new textbooks in the classroom. Teachers also face different types of challenges regarding the use of new textbooks in the classroom. To ensure the quality education, findings of this study will be of a significant use for curriculum developer, textbook experts, teacher educator, instructor of Primary Teachers Training Institute (PTI) and the teachers who will be practicing the new textbooks in the classroom.

SL	Title	Authors	Abstract
3	**Challenges and Prospects of Engaging Elderly People in Government Primary Schools of Bangladesh: A Qualitative Study on Intergenerational Education Model**	**Sumaiya Khanam Chowdhury** *Assistant Professor, IER, Jagannath University* **Mohammad Bellal Hossain** *Professor, Population Science, Dhaka University*	In Bangladesh it has been predicted that, within 35 years, the number of elderly people will increase approximately 20% of its total population and the growth of this portion will be 2.2 comparatively 0.5 of youth generation. By considering how this huge number of population can participate both socially and economically, this qualitative (basic interpretive) study tried to explore the intergenerational education program concept in primary education sector of Bangladesh. The study found that, under the intergenerational education program, the elderly population can involve in the schools in both formal and non-formal ways, like taking lesson along with the teachers, sharing experiences in connection with the book content, guiding children on different occasions in schools, visiting home and advising the children on daily food and hygiene habit, helping the vulnerable and week student in schools etc. The prospect of involving were found among the children, the elderlies, the schools and the community. However, the study also provided two types of challenges, one is technical: finding the skilled elderly person and the other is socio-psycho-political: the mind-set about school's role, definition of teacher, elderly portrait etc.
4	**Use of Teaching Methods and Teaching Techniques Effectively at Primary level in Bangladesh**	**Md. Fajlay Rabbi** *Lecturer, IER, Khulna University*	The objective of the study was to investigate the effective use of teaching methods and techniques at primary level in Bangladesh. All the participants had trainings from URCs, PTIs were included in the sample. For the purpose of data collection, a questionnaire was prepared. Data collected through the questionnaire was tabulated, analyzed and interpreted by applying percentage. Major findings of the study reveal that (1) teachers' presents a brief overview of the contents; (2) teacher's uses teaching aids to enhance the student's comprehension of the concepts; (3) teacher speaks at a rate which allows students time to take notes; (4) teacher evaluates the success of his teaching by asking questions about the topic at the end of the session and; (5) teacher assigns homework and checks it regularly. It was concluded that teachers were uncertain to probe questions answer is incomplete, repeats questions when necessary and also responds students queries politely and carefully; teacher establishes and maintains vigilant contact with the student's body movements do not contradict the speech and takes notes to respond students curiosity

			and the teachers voice can be heard easily, he raises and lowers his voice for variety and emphasis. It has been recommended that teaching-learning materials should be used more vigilantly by teachers to make their teaching effective, teacher must pay attention to remove sign of puzzlement to make students learning better and teacher should pay more attention to his own personality and manners and be cooperative with student's words.

SL	Title	Authors	Abstract
5	**Students' Performance in Reading with Understanding in English: A Scenario of Primary Schools in Bangladesh**	**Md. Yousof Ali** *Director, NAPE* **Md. Nazrul Islam** *Assistant Specialist, NAPE* **Abu Bakar Siddiq,** *Assistant Specialist, NAPE* **Muhammad Salahuddin** *Assistant Specialist, NAPE*	Reading is one of the main academic focus areas in the primary grades. This These skills are critical for children's development, and consecutive studies have shown a link between competency in reading and overall attainment. This study explored the students' reading ability in English at grade four in government primary schools in Bangladesh. Mainly this study follows the quantitative research design as nature. Individual achievement tests has have used to identify the students' performance in English reading with understanding. Following this achievement test, the numeric data was collected from students who are studying at government primary schools in class four. It was found that few students could match all the words and sentences correctly with pictures. On the other hand, some students of class four could correctly answer all the Multiple Choice Questions. The results indicated that teachers should provide an opportunity for students to practice the reading skill in the class room and field level monitoring should have strengthened to ensure quality teaching in the classroom.
6	**Factors influencing the reflection of "Teachers' Edition" in practicing inquiry in primary science teaching learning practice**	**Sharmin Islam** *Material Developer IED, BRAC University* **Sheikh Tahmina Awal** *Assistant Professor Institute of Education and Research, University of Dhaka*	A "Teachers' Edition" is generally developed by NCTB along with primary science textbook to facilitate our teachers for better classroom practice. However, most of the primary teachers do not have adequate preparation for teaching science in the classroom and not familiar with the teaching strategies as suggested in the "Teachers' Edition". This study therefore aims to explore the factors influencing the reflection of "Teachers' Edition" in practicing primary science teaching. This study is mixed in nature and followed explanatory sequential design. Lesson observation, document analysis and interview of the teachers were used as instruments. Both descriptive and thematic analyses were used to address the answer of the research questions. The results indicate that though few teachers try to conduct some aspects of inquiry based teaching. In most of the classes, the teaching

		Rezina Ahmed *Assistant Professor Institute of Education and Research, University of Dhaka*	learning activities are conducted in lecture method and just the fact of memorizing particular content of science. Though "Teachers' Edition" provides structured method of inquiry it is not reflected properly in most of the classes. Among the factors time constrain is one of the crucial factors to conduct inquiry based classroom activities. Teachers' belief also affect the current teaching learning practices as most of them believe our current context and students are not ready to except the new approach of science. These findings can be implicated for seeking some effective ways of developing teachers' practice, curriculum developers and school authority to support teachers.

SL	Title	Authors	Abstract
7	**Learning Gaps in Achieving Reading Skills in English of Grade 3: Causes and Remedies**	**Md. Saiful Islam** *Assistant Specialist NAPE* **Rangalal Ray** *Senior Specialist NAPE* **Nazrul Islam** *Assistant Specialist NAPE* **Mohammad Abu Bakar Siddik** *Assistant Specialist NAPE*	For primary grades, reading is one of the main academic focus areas. But the standard of teaching learning at primary level in Bangladesh is very low (Sultana, 2010). The purpose of the study is to find the causes of present learning gaps in reading English of grade 3 students and a way-out of those deficiencies in learning. This study is done in two phases by following the mixed method approach with sequential explanatory strategy. Teachers' semi-structured interview and FGD with students were done in phase-2 following the achievement test results done in phase-1. Data revealed that majority of the students cannot read unseen text with understandable pronunciation and stress and there were some students who were repeater and also some were promoted to grade 3 with learning deficiencies. Major causes of these learning deficiencies were as inappropriate teaching techniques, problems in using teaching materials, students' passive participation, memorization tendency, inappropriate assessment, teachers' incompetence and lack of family support. To reduce those learning deficiencies the study recommends the followings- increase classroom practice, engage good students, follow Teachers' Edition, effective use of teaching materials, regular classroom assessment, motivating students, aware parents, recruiting subject-based English teachers and reduce the tendency of exam focused teaching.
8	**Bangla Reading of Grade Three Students: an Explanatory Study at Government Primary Schools in Bangladesh**	**Muhammad Salahuddin** *Assistant Specialist, NAPE* **Rangalal Ray** *Senior Specialist NAPE*	The ability to read is fundamental for overall academic success and positively affects life outcomes. Reading fluency is important for bridging between word recognition and comprehension. The main objective of this study is to measure the present status of Bangla reading fluency with understanding of grade III students at the government primary schools in Bangladesh. To meet these research objectives, we used explanatory sequential mixed methods design

		Md. MahmudulHasan *Assistant Specialist NAPE* **Dr. Md. Rabiul Islam** *Assistant Specialist NAPE*	with multistage cluster sampling strategies. Through quantitative analysis it is found that students scored on an average 2.34 (out of 4) in reading seen text and 1.29 (out of 3) in reading unseen text. In addition, students can read 48 words per minute with 80% comprehension. Causes of gaps in achieving reading skills are students were not able to identify the alphabet, not able to make words with the help of alphabet, not able to make the compound letter and not able to make sentences with the help of words. Almost all teachers mentioned that they assess students reading skill by asking to read. Most of the schools have supplementary reading materials (SRM) at the teachers' room that's why students have no opportunity to receive this SRM. To overcome these situation teachers can conduct a baseline survey at the beginning of the academic year and scaffold them continuously to reach up to the mark according to survey. In addition, teachers can follow NCTB suggested methods and techniques at Bangla language teaching.

পিটিআই সহকারী সুপারিনটেনডেন্টগণের প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন অনুষ্ঠানে নেপ মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), পরিচালক ও অন্যান্য অনুষদ সদস্যবৃন্দ।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক কর্মশালাসমূহের প্রতিবেদন

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) মূলত প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করে থাকে। মাঠপর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ (স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী), গবেষণা, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, মনিটরিং ও মেন্টরিং নেপ কার্যক্রমের অন্তভর্‌ক্ত। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন সমস্যা এখনও বিদ্যমান। আর তা সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) বিভিন্ন গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনাপূর্বক সরকারকে নীতিনির্ধারণে সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে ভ‚মিকা রাখছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিকে সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে সহায়তা দানের লক্ষ্যে নেপ-এর সমাজবিজ্ঞান অনুষদ প্রতি বছর প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। দেশের বিভিন্ন বিভাগের যে সকল জেলায় ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার কম এবং ঝরে পড়ার হার অধিক সেসব জেলায় এরকম কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দেশের ৪টি বিভাগে ৪টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি কর্মশালায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৫৫ জন করে মোট ২২০ অংশীজন অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর কার্যক্রমের উপর একটি ও মানসম্মত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের উপর আরও একটি ভিডিও ক্লিপ্স প্রদর্শন করা হয়। কর্মশালাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের এসএমসি'র সভাপতি, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)-এর কর্মকর্তাবৃন্দ। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ৪টি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হওয়া কর্মশালার বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হলো.

ক্রমিক নং	কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিভাগ	কর্মশালা আয়োজনের স্থান	তারিখ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	ময়মনসিংহ	মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা	১৩ নভেম্বর, ২০১৯	৫৫ জন
২	রংপুর	রাজারহাট, কুড়িগ্রাম	২৭ নভেম্বর, ২০১৯	৫৫ জন
৩	সিলেট	চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ	২৬ জানুয়ারি, ২০২০	৫৫ জন
৪	খুলনা	মুজিবনগর, মেহেরপুর	০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	৫৫ জন

চারটি ভেন্যুতে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা ও সমস্যাগুলো সমাধানের উপায়সমূহ তুলে ধরেন যা নিম্নরূপ:

সমস্যার ধরণ	অন্তরায়সমূহ	সুপারিশমালা
অবকাঠামো সম্পর্কিত সমস্যাবলি	১। সদ্য জাতীয়করণকৃত কিছু বিদ্যালয় এবং পুরাতন কিছু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন এখনও বিদ্যমান এবং যেখানে নির্মাণ কাজ হচ্ছে সেখানেও কাজের মান নিম্ন, ফলে ভবিষ্যতে আবার তা ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে পরিণত হবে। এতে বিপদজনক অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে যায়।	১। সদ্য জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয় ও পুরাতন যেসকল বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে সেই বিদ্যালয়গুলোর সমস্যা সমাধান করে পাঠদানের ব্যবস্থা করা। যে সকল বিদ্যালয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন রয়েছে সেগুলো নিলামের মাধ্যমে অপসারণ করে নতুন ভবন নির্মাণ করা। নির্মাণ কাজের সময় গুণগত মান নিশ্চিত করতে অধিদপ্তর কর্তৃক জেলাভিত্তিক টীম গঠন করে ক্লোজ মনিটরিং-এর ব্যবস্থা করা।
	২। অনেক বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের স্বল্পতার কারণে বিদ্যালয়গুলোকে একশিফটে পরিণত করা যাচ্ছে না। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে এক কক্ষেই দুটি শ্রেণির কার্যক্রম একসাথে পরিচালনা করতে হচ্ছে।	২। যে সকল বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের স্বল্পতা রয়েছে সেখানে পিইডিপি-৪ এর আওতায় গুণগত মান সম্পন্ন নতুন ভবন স্থাপনের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের স্বল্পতা দূর করে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিদ্যালয়গুলোকে একশিফটে পরিণত করতে হবে।
	৩। আসবাবপত্রের স্বল্পতার কারণে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে বসতে অসুবিধা, শিক্ষকগণের পাঠদানে সমস্যা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই।	৩। পিইডিপি-৪, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদের সহায়তায় আসবাবপত্র, পর্যাপ্ত উপকরণ ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করে স্বাচ্ছন্দ্যমত পাঠদান করার ব্যবস্থা করে দেয়া।
	৪। অনেক বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানীয়জলের অভাব। গভীর নলকূপ না থাকায় প্রয়োজনে পানি পান করতে পারছে না। পানি পানের জন্য শিক্ষার্থীরা এদিক ওদিক যায় অথবা পানি পান না করেই বিদ্যালয়ে অবস্থান করে। ফলে ক্লাসে অমনোযোগী হয়ে পড়ে এবং স্বাস্থ্যগত বিরূপ প্রভাব পড়ে।	৪। পিইডিপি-৪ এর আওতায় এবং উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে যে সকল বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই সেখানে গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করতে হবে।
	৫। অনেক বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক না থাকায় শিক্ষার্থীরা সময়মত শৌচাগার ব্যবহার ও প্রয়োজনে হাতমুখ ধৌত করতে পারছে না।	৫। শিক্ষার্থীরা সময়মত শৌচাগার ব্যবহার ও প্রয়োজনে হাতমুখ ধৌত করতে পারা জরুরি এবং স্বাস্থ্যসম্মত বিষয়। এজন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লক নির্মাণ করে শৌচাগার সমস্যার সমাধান করা।
	৬। প্রাক প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ সজ্জিত না থাকায় কোমলমতি শিশুদের প্রথমেই বিদ্যালয় সম্পর্কে	৬। এসএমসি ও স্থানীয় জনগণের সহায়তায় প্রাক প্রাথমিকসহ প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ সুসজ্জিত করা। তাতে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের পরিবেশ নিয়ে খুশি থাকবে

	ভালো ধারণা হচ্ছে না। এতে শিক্ষকের পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীরা আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছে। ৭। ব্যস্ততম মহাসড়কের পাশের বিদ্যালয়গুলোতে সীমানা প্রাচীর না থাকায় প্রায়ই শিশুরা দুর্ঘটনার শিকার হয়। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এরূপ আশঙ্কার কারণে অভিভাবকগণ তাদের শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে অনীহা প্রকাশ করেন এবং শিক্ষার্থীর উপস্থিতি কম হয়। ৮। অনেক বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ না থাকা, অসমান মাঠ, মাঠে জলাবদ্ধতা ইত্যাদির কারণে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার ব্যবস্থা নেই। খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুদের চিত্ত বিনোদন এবং শারীরিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। দোলনা, স্লিপারসহ পর্যাপ্ত খেলাধুলার সরঞ্জাম নেই।	এবং শিক্ষকগণ পাঠদান করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে। ৭। সরকারি ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ততম মহাসড়কের পাশের বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ব্যবস্থা করা যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। ৮। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলা জরুরি। যেসকল বিদ্যালয়ে জায়গা আছে কিংবা মাঠ অসমান ও জলাবদ্ধতা আছে সেখানে সরকারিভাবে অথবা ইউনিয়ন পরিষদ/উপজেলা পরিষদের সহায়তায় মাঠ সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। দোলনা, স্লিপারসহ খেলাধুলার সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে হবে।
প্রশাসনিক ও শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কিত সমস্যাবলি	১। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে শিক্ষকগণের অধিক সংখ্যক ক্লাস পরিচালনা করা। যার ফলে ক্লাস পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রে অনীহা পরিলক্ষিত হয়। ২। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ না দেয়ায় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ভালোভাবে শিক্ষক পাঠদান করতে পারছেন না, এতে অনেক ক্ষেত্রেই শিখনফল অর্জিত হচ্ছে না। ৩। শিক্ষকগণের বিভিন্ন ছুটিকালীন সময়ে এবং প্রশিক্ষণের সময় ঐ শিক্ষককের পাঠদানের ঘাটতিপূরণের ব্যবস্থা না থাকা। ৪। মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার বৈষম্য থাকা।	১। শিক্ষক ছাত্র অনুপাতের দিকে লক্ষ্য রেখে নতুন পদ সৃজন করা এবং শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষক সংকট দূর করা, যাতশিক্ষকগণ ভালভাবে প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাস পরিচালনা করতে পারেন। ২। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ ও পাশাপাশি শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ হলে সকল শ্রেণিতে দক্ষতার সাথে পাঠদান করতে পারবে এবং শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী শিখনফলগুলো সহজে অর্জন করানো যাবে। ৩। শিক্ষকগণের বিভিন্ন ছুটিকালীন সময়ে এবং প্রশিক্ষণের সময়ঐ শিক্ষকের পাঠদানের ঘাটতি পূরণের জন্য পুল শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা। ৪। মহিলা ও পুরুষ শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটাপ্রথা বাতিল ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সমান করতে হবে। এতে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া এবং দূরবর্তী ও দুর্গম স্থানে শিক্ষক পদায়ন করা সম্ভব হবে।

	৫। প্রধান শিক্ষকগণের শ্রেণি পাঠদান যথাযথ পর্যবেক্ষণ না করা। এতে সহকারী শিক্ষকগণ তাদের ইচ্ছামত পাঠদান করেন, ক্ষেত্রবিশেষে শুধুমাত্র রুটিন মেইনটেইন করা হয়।	৫। প্রধান শিক্ষক কর্তৃক শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হলে সহকারী শিক্ষকগণ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে সচেতন হবেন। এজন্য প্রধান শিক্ষকগণের মাসিক সমন্বয় সভায় বিষয়টি গুরুত্বসহকারে আলোচনার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।
	৬। বিদ্যালয়ে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদ না থাকায় প্রধান শিক্ষক অধিকাংশ সময় রেকর্ড রেজিস্ট্রার হালনাগাদকরণ এবং প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকেন ফলে তিনি পাঠদান এবং মনিটরিং কাজ করতে পারেন না।	৬। বিদ্যালয় পর্যায়ে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদ সৃজন করে নিয়োগদানের ব্যবস্থা করা, যাতে প্রধান শিক্ষক পাঠদান এবং মনিটরিং কাজ যথাযথভাবে করতে পারেন।
	৭। দপ্তরী কাম প্রহরীর শূন্যপদ পূরণ না করার ফলে বিদ্যালয় কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি রাতে অরক্ষিত থাকছে, কোথাও কোথাও চুরি হয়ে যাচ্ছে।	৭। যেসকল বিদ্যালয়ে দপ্তরী কাম প্রহরী নেই কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সেসকল বিদ্যালয়ে দপ্তরী কাম প্রহরী নিয়োগ করে বিদ্যালয় কার্যক্রমে সহায়তা করা। এতে আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি নিরাপদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা হবে।
	৮। দুর্গম পাহাড়ী ও হাওড় এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারা। বিদ্যুৎ না থাকার কারণে অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে না পারায় বিদ্যালয়ে যুগোপযোগী পাঠদান করা যাচ্ছে না।	৮। কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় দ্রুততম সময়ে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করা। দুর্গম পাহাড়ী ও হাওড় এলাকার যেসব বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই সেখানে সৌরবিদ্যুতের ব্যবস্থা করে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাঠদান করা। এতে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়াসহ অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে যুগোপযোগী পাঠদান করা যাবে এবং শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বিদ্যালয় গমনে উৎসাহিত হবে।
	৯। দুর্গম পাহাড়ী ও হাওড় এলাকা এবং চরাঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণের যাতায়াত সমস্যার কারণে বিদ্যালয়ে আগমন প্রস্থান যথাসময়ে না হওয়া।	৯। দুর্গম পাহাড়ী ও হাওড় এলাকা এবং চরাঞ্চলের শিক্ষকদের যাতায়াতের বাহন অথবা আবাসনের ব্যবস্থা করা যাতে শিক্ষকগণ সময়মত বিদ্যালয়ে আগমন প্রস্থান করতে পারেন।
	১০। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন বিদ্যালয়ে যেতে ক্ষেত্রবিশেষে রাস্তাঘাট, ব্রিজ কালভার্ট, সংযোগ সেতু না থাকা ইত্যাদি। এতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি	১০। স্থানীয় সরকার এবং উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে মাধ্যমে যেসকল বিদ্যালয়ে গমনে যাতায়াত সমস্যা রয়েছে সেখানে রাস্তাঘাট, ব্রিজ কালভার্ট, সংযোগ সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা করা। এতে শিশুরা সহজে

	হচ্ছে।	বিদ্যালয়ে যেতে পারবে এবং বিদ্যালয়ে গমনের ক্ষেত্রে তাদের অনাগ্রহও থাকবে না।
	১১। শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ সদস্যগণের মধ্যে সমন্বয়হীনতা।	১১। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সভার মাধ্যমে শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ সদস্যগণের মধ্যে সমন্বয়ের উদ্যোগ নেওয়া।
	১২। এসএমসি সদস্যদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে না পারা।	১২। এসএমসি সদস্যদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা, যাতে বিদ্যালয় কার্যক্রমে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেন।
	১৩। এসএমসি সভাপতি ও সদস্যগণের দায়িত্ব পালনের জন্য কোনোরূপ সম্মানীর ব্যবস্থা না থাকা।	১৩। এসএমসি সভাপতি ও সদস্যগণের দায়িত্ব পালনের জন্য সম্মানীর ব্যবস্থা করা হলে প্রতিটি সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হবেন।
	১৪। শিশুদের দীর্ঘসময় বিদ্যালয়ে অবস্থানে বাধ্য করা হচ্ছে। তারা অধিক সময় পর্যন্ত মনোযোগ ধরা রাখতে পারছে না এবং শারীরিকভাবেও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।	১৪। শিশুরা যাতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিদ্যালয় কার্যক্রমে মনোযোগ ধরা রাখতে পারে সে জন্য বিদ্যালয়ের দীর্ঘসময় কমিয়ে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনতে কর্তৃপক্ষের সদয় বিবেচনা করা।
	১৫। গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন আলাদা সময়সূচি না থাকায় সময় ব্যবস্থাপনায় সমস্যা হচ্ছে। আগমন প্রস্থানে সঠিক সময় মানা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।	১৫। গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন সময়ের জন্য বিদ্যালয় কার্যক্রমের পৃথক রুটিন রাখতে হবে। এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আগমন প্রস্থান সঠিক সময়ে হবে এবং বিদ্যালয় কার্যক্রমে গতিশীলতা আসবে।
	১৬। শিশুদের খেলাধুলার জন্য পর্যাপ্ত সময় না থাকার কারণে পড়াশুনার প্রতি আন্তরিকতা এবং আগ্রহ কমে যায়।	১৬। শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের জন্য রুটিনে খেলাধুলার সময় রাখা। এতে পড়াশুনার প্রতিও শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি হবে।
শিখন-শেখানো কার্যক্রম সম্পর্কিত সমস্যাবলি	১। শিক্ষার্থীদের সাবলীলভাবে বাংলা ও ইংরেজি পড়তে না পারা।	১। শ্রেণি শিক্ষকগণ বাংলা ও ইংরেজি পঠন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষেই শিক্ষার্থীদের চর্চা করাবেন এবং প্রধান শিক্ষক ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।
	২। ডিজিটাল সামগ্রী ব্যবহার করে শিক্ষকগণের পাঠদান না করা। আইসিটি সামগ্রী ও দক্ষ আইসিটি শিক্ষকের অভাব। অধিকাংশ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ নেই এবং যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তাদেরও ডিজিটাল	২। ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য সকল বিদ্যালয়ে আইসিটি সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষকগণের আইসিটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। যারা

	পদ্ধতিতে পাঠদান না করার প্রবণতা রয়েছে। ৩। কারিকুলাম সম্পর্কে শিক্ষকগণের সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে পাঠদান কৌশল সঠিক না হওয়া এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিখনফল অর্জিত না হওয়া। ৪। কিছু সংখ্যক শিক্ষকের পেশাগত কাজে আন্তরিকতা না থাকার ফলে আগমন প্রস্থানে সময়ানুবর্তী থাকেন না, পাঠদানে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেন এবং নানা অজুহাতে ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন না। এমনকি পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও সচেষ্ট থাকেন না। ৫। জানা যায় কিছু শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে এবং ফেইসবুক চালাচ্ছে। এতে পাঠদান ব্যাহত হয় এবং শিক্ষার্থীদের উপর মোবাইল ব্যবহারের একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ৬। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা না থাকায় তারা পাঠের প্রতি অনাগ্রহী ও অমনোযোগী হয়ে লেখাপড়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতে যদি শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জিত না হয় সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।	প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তাদের পাঠদান মনিটরিং করতে হবে। ৩। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কারিকুলাম সম্পর্কে শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে পাঠদান কৌশল সঠিক হয় এবং শিখনফল অর্জিত হয়। ৪। শিক্ষকগণের পেশার প্রতি আন্তরিকতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণে নীতি নৈতিকতার বিষয় নিয়ে আলোচনা করে উদ্বুদ্ধ করা। আগমন প্রস্থান ও ক্লাসে উপস্থিতির বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নজরদারি বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুসরণ করতে হবে। ৫। শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোনের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা। শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোন ব্যবহার না হলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ই উপকৃত হবে। গতিশীল থাকবে পাঠদান ও প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। ৬। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা যাতে তাদের পড়াশুনার প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি না হয়। এজন্য পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে আলাদা সময় দিতে হবে।
অসচেতনতার কারণে সৃষ্ট পারিবারিক/ সামাজিক সমস্যাবলি	১। শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা না থাকায় বিদ্যালয়ে আসতে তাদের অনাগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং দুপুরের পরের ক্লাসগুলোতে আগ্রহ থাকে না। ২। সঠিক সময়ে শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে না পারা। ৩। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিভাবকগণের শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব।	১। অভিভাবক ও মা সমাবেশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য মিড-ডে মিলের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ এবং দুপুরের খাবার শিক্ষার্থীদের টিফিন বক্সে দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। ২। শিশুদের যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য অভিভাবক সমাবেশ ও মা সমাবেশের আয়োজন করে বিদ্যালয়ের সময়সূচি মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা। ৩। অভিভাবকগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সেমিনার ও কর্মশালার মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা।

	৪। অভিভাবকগণের দরিদ্রতার কারণে শিক্ষার্থীদের শিশুশ্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকা।	৪। শিশুশ্রম বিরোধী আইন সম্পর্কে অভিভাবকগণকে অবহিত করা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সভা সমাবেশ, পোস্টার ও লিফলেটের ব্যবস্থা করা এবং উপবৃত্তির অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।
	৫। বাল্যবিবাহের কারণে প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপ্ত না করেই কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীর ঝরে পড়া।	৫। বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, এসএমসি, অভিভাবক, শিক্ষক ও নিকাহ্ রেজিষ্ট্রার-এর সহযোগিতায় অভিভাবকগণের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাল্যবিবাহের কুফল তুলে ধরে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা।

কর্মশালায় উপস্থিত অংশীজন দিনব্যাপী আলোচনায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন ও প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নত হবে বলে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম :

- সেবার মান উন্নততর করতে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়সহ অন্য দপ্তরের সাথে পত্র যোগাযোগ করা হচ্ছে।
- উদ্ভাবনী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নেপ-এর ডিপিএড কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজড করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ফলে প্রত্যেক পিটিআই নেপ-এর সাথে ডিপিএড প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করতে পারবে।
- নেপ ক্যাম্পাস ও প্রশিক্ষণ কক্ষসমূহকে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে, এতে নিরাপত্তা ও প্রশিক্ষণ মনিটরিং সহজতর হয়েছে।
- কর্মকর্তা কর্মচারীদের বায়োমেট্রিক হাজিরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে পিটিআই সমূহের কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে এবং এতে সকলে কর্মসম্পাদনে আরও সচেতন হচ্ছে।
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালনায় অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চালু করা হয়েছে এতে সময় ও খরচ সাশ্রয় হয়েছে।
- পিটিআইসমূহে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি ও আন্ত:পিটিআই বদলী অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়েছে।

ঐতিহাসকি ৭ ই মার্চ উদযাপন উপলক্ষ্যে ময়মনসিংহ সার্কিট হাউস মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে
জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন শেষে নেপ অনুষদ সদস্যবৃন্দ।

উপসংহার:

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ এসডিজি বাস্তবায়ন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই অর্থাৎ মার্চ ২০২০ থেকেই শুরু হয় বিশ্বব্যাপী মহামারি আকারে দেখা দেয় কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাস ডিজিজ ২০১৯ । এ রোগে আক্রান্ত হয় বিশ্বব্যাপী প্রায় আড়াই কোটির বেশি মানুষ । বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে এ রোগে প্রায় ৮ (আট) লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেন। ফলে সারা বিশ্বের সাথে আমাদের বাংলাদেশেও এর বিরূপ প্রভাব পড়ে, বাদ যায়নি প্রাথমিক শিক্ষা সহ সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা যা দীর্ঘ ছুটির কবলে পড়েছে। এত কিছুর মধ্যেও নেপ সরকার নির্দেশিত ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

নেপ এর গবেষণালব্ধ তথ্য উপাত্ত দিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করছে। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দকে পেশাগত প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে দক্ষ প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে নবনিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকগণের ১৫ দিন ব্যাপী ওরিয়েন্টেশন কোর্সসহ বিভিন্ন প্রকারের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষণসমূহ অনলাইন-ও ফেস টু ফেস উভয় পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে কার্যকর করতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীকে অনুপ্রাণিত করছে। নেপ এসডিজি বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।